এই পথ চলা

শুজা রশীদ

আমেরিকাঃ পূর্ব থেকে পশ্চিমে - ৩

মিনিয়াপোলিস থেকে বের হয়ে হাইওয়ে ৯০ ধরে নাক বরাবর ড্রাইভ করতে থাকি।পরবর্তি বড় শহর সিয়ক্স ফলস - মিনেসোটা, আইওয়া এবং সাউথ ডাকোটার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। আমার অবশ্য সেখানে থাকবার কোন প্ল্যান নেই। ম্যাপ ঘাটাঘাটি করে এবং ট্রাভেল গাইড পড়ে যা বুঝেছি সাউথ ডাকোটা হচ্ছে টুরিজমের স্বর্গ, বিশেষ করে আমার মত প্রকৃতি প্রেমিকদের জন্য। র‍্যাপিড সিটির আশেপাশেই দর্শনীয় বস্তুর সমারোহ, যার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – মাউন্ট রাশমোর মেমোরিয়াল, ব্যাড ল্যান্ডস ন্যাশানাল পার্ক, ব্ল্যাক হিলস ন্যাশানাল ফরেস্ট, রেপ্টাইল গার্ডেন্স, ক্রেজি হর্স মেমোরিয়াল, ডাইনোসর পার্ক, ডেভিলস টাওয়ার (ওয়াওমিংয়ে কিন্তু র‍্যাপিড সিটি থেকে বেশী দূরে নয়)। এই কারণেই আমি আগে থেকেই প্ল্যান করে রেখেছিলাম র‍্যাপিড সিটিতে একদিন থাকার। কিন্তু মিনিয়াপোলিস থেকে বের হতে হতে বিকেল হয়ে যাওয়ায় ঐ দিন আর র‍্যাপিড সিটি পর্যন্ত ড্রাইভ করে যাবো না বলেই সিদ্ধান্ত নেই। মোটেলের রিজার্ভেশন পালটে পরের দিন করে দেই। ইচ্ছা সন্ধ্যা পর্যন্ত ড্রাইভ করে কাছাকাছি কোন শহরে গিয়ে রাতের জন্য একটা ঠাঁই খুঁজে নেব।

সিয়ক্স ফলস প্রায় তিন শ' মাইল মিনিয়াপোলিস থেকে। সেখানে পৌঁছাতে সন্ধ্যা সাতটার মত বেজে গেল। আলো থাকবে আরোও ঘন্টা দুয়েক। সেখানে একটা রেস্টুরেন্টে বসে কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখান থেকে র‍্যাপিড সিটি আরোও তিন শ মাইলের মত - প্রায় পাঁচ শ কিলোমিটার। ইচ্ছা অন্তত পক্ষে অর্ধেকটা পথ এগিয়ে থাকা। শ' দেড়েক মাইল যাবার পর চ্যাম্বারলেইন নামে একটা শহরের কাছে মিসৌরি নদী পেরিয়ে যাবার পর ঠিক করলাম পরবর্তি শহরেই থামব। এদিকে পাশাপাশি দুই শহরের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মাইলের মত।

পরের শহরে ঢুকে দেখলাম আকারে ছোটখাট হলেও সেখানে বেশ কয়েকটা হোটেল এবং মোটেল আছে। কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে কোন কামরা পাওয়া গেল না। চিন্তার কিছু নেই। রাত হতে তখনও বাকী। পরের শহরের উদ্দ্যেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় চল্লিশ মাইল পর আরেকটা মোটামুটি বড় সড় শহর চোখে পড়ল। এখানেও ভালো কোন হোটেল কিংবা মোটেলে কোন কামরা পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমি একটু চিন্তায় পড়ে যাচ্ছি। পরবর্তি শহর কত দূরে কে জানে। কিন্তু যত দূরেই হোক সেখানে পৌঁছে যেভাবেই হোক একটা কিছু জোটাতে হবে।

যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে একটু বেশীই ড্রাইভ করতে হল পরবর্তি শহরে পৌঁছানোর জন্য। ততক্ষণে ঘোর অন্ধকার। এখানে খান তিনেক মোটামুটি ভালো মোটেল আছে। কিন্তু কোথাও কোন কামরা ফাঁকা পাওয়া গেল না। রিসেপশনের একটা তরুণ আমাকে বলল শহরের অন্য পাশে একটা ছোট মোটেল আছে। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতে।

নীচুমানের মোটেলে থাকার কোন ইচ্ছা ছিল না কিন্তু উপায় নেই। মিনিট দুই তিনের ড্রাইভ। বাইরে থেকে দেখেই খুব একটা সুবিধাজনক মনে হল না। চারদিকে অন্ধকারের মধ্যে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট কামরা, রিসেপশনটা এক পাশে, তার মধ্যে মৃদু আলো জ্বলছে। ভেতরে ঢুকে কামরা ভাড়া করার সময়েই খেয়াল করলাম পাশেই বার। যারা সেখানে বসে মদ্য পান করছে তাদেরকে দেখে খুব সুবিধার মনে হল না। আমার দিকে কয়েক জন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। আমি কোন রকমে চাবি নিয়ে সেখান থেকে সটকে পড়লাম। কামরার সামনেই গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা। গাড়ী বন্ধ করে রুমের ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম। একটু পরে শূনলাম বাইরে থেকে মদ্যপদের একজন চিৎকার করে বলছে, "যেখান থেক এসেছো সেখানে চলে যাও।" হোয়াইট সুপ্রিমিস্টরা সাধারণত কৃষ্ণাঙ্গদেরকে লক্ষ্য করে এই জাতীয় কথা বলে। (আফ্রিকা থেকে এসেছিলে, আবার সেখানেই ফিরে যাও)। আমি ধারণা করলাম এই গর্দভ হয়ত সাউথ ইস্ট এশীয়ান এবং কৃষ্ণাঙ্গদের পার্থক্য বোঝে না। আমারও বুকে এমন পাটা নেই যে তাকে শেখানোর চেষ্টা করব। ভয় হচ্ছিল রাতে কোন ঝুট ঝামেলা না করার চেষ্টা করে। আসলেই শঙ্কিত হবার কোন কারণ আছে কিনা সঠিক জানি না কিন্তু সাবধানের মার নেই। সেই রাতে আমি আর দরজার বাইরে পা রাখলাম না। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ভোর বেলা ঘুম ভাঙল। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

আমি দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে গাড়ীতে চাপলাম। ইচ্ছা সকাল হবার আগেই র‍্যাপিড সিটিতে পৌঁছানো। সেখানে কত কিছু দেখার আছে। সময় হবে কিনা ভাবছি।

ব্যাড ল্যান্ডস ন্যাশানাল পার্কঃ

ব্যাড ল্যান্ডস ন্যাশনাল পার্ক একটি অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক স্থান যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। বাতাস এবং পানির অত্যাচারে এই ভুমি এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে যে তা হয়ে উঠেছে দৃষ্টি নন্দন এবং আকর্ষনীয় – তার রুক্ষতা দিয়ে। এখানে যেমন আছে সুউচ্চ পাহাড়ের পাথুরে চুড়া তেমনই আছে গভীর উপত্যকা আর বয়ে যাওয়া চিকন স্রোতস্বিনী। ক্রমাগত ক্ষয় হবার ফলে নীচের স্তরের পাথর বেরিয়ে এসে বেগুনী, হলুদ, বাদামী, ধুসর,

লাল এবং কমলা রঙের অপুর্ব সমাহারের সৃষ্টি করেছে। নানা ধরণের বুনো জীব জন্তুর মধ্যে এখানে বাইসনও দেখা যায়।

র‍্যাপিড সিটিতে পৌঁছানোর আগেই পড়ে পার্কটা। আমি ইন্টারস্টেট ৯০ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য একটা রাস্তা ধরে ব্যাড ল্যান্ড ন্যাশনাল পার্কে গিয়ে ঢুকলাম। ড্রাইভ করে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। এই স্থানের সৌন্দর্য দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হলাম।
(সৌভাগ্যবশত আমার সেখানে আরেক বার যাবার সুযোগ হয়েছিল)

মাউন্ট রাশমোর ন্যাশানাল মেমোরিয়ালঃ

পৃথিবী খ্যাত এই মেমোরিয়াল একটি সত্যিকারভাবে দর্শনীয় আকর্ষন। ব্যাড ল্যান্ডস ন্যাশানাল পার্ক থেকে প্রায় আশী নব্বই মাইল যেতে হয় স্থানীয় রাস্তা ধরে। আমি ম্যাপ দেখে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম কোন পথ ধরে যাবো। বাস্তবে বরাবরের মতই পথ ঘাট কিছু গোলমাল হয়ে গেলেও সাইন দেখে ঠিক ঠাক মত পৌঁছে যাই সেখানে। গ্রীষ্মের সময় এখানে বেশ ভালোই ভীড় থাকে। ব্ল্যাক হিল এলাকায় অবস্থিত মাউন্ট রাশমোরের শরীরে গ্রানাইট পাথর খুদে আমেরিকার চার প্রসিডেন্টের (জর্জ ওয়াশিংটন, থমাস জেফারসন, থিওডর রুজভেল্ট এবং আব্রাহাম লিংকন) প্রায় ষাট ফুট লম্বা বিশাল আকৃতির ভাস্কর্য তৈরী করা হয়েছিল ১৯৪১ সালে।

ক্রেজি হর্স মেমোরিয়ালঃ

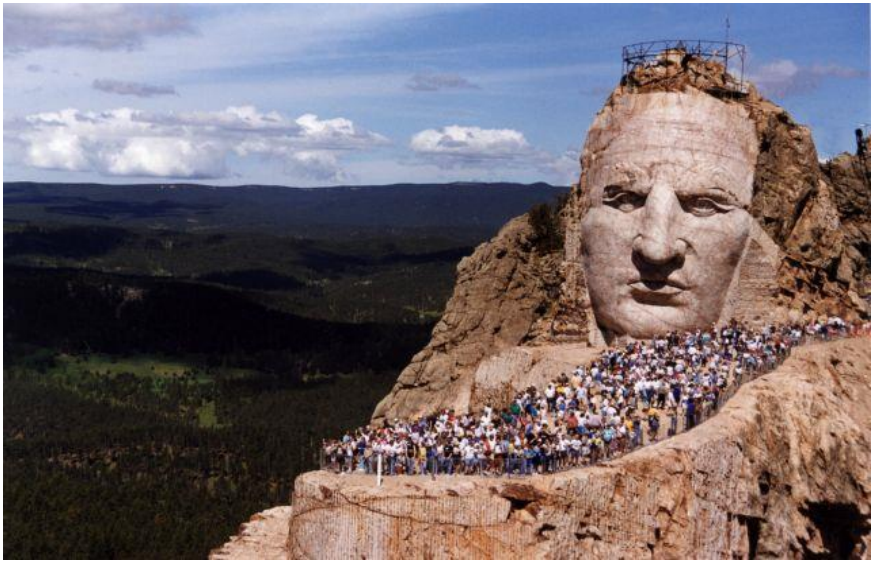

মাউন্ট রাশমোর মেমোরিয়াল থেকে মাত্র পনের বিশ মাইল দূরে অবস্থিত এই আকর্ষনটি। দৈর্ঘ্যে সাড়ে ছয় শ' ফুট প্রস্থে সাড়ে পাঁচ শ' ফুটের এই ভাষ্কর্যটি প্রাইভেট জমিতে সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত উদ্যোগে প্রস্তুত করা হচ্ছে। কাজ চলছে প্রায় সত্তর বছর ধরে। ক্রেজি হর্স (১৮৪০-১৮৭৭) ছিল নেটিভ ইন্ডীয়ানদের ওগলালা লাকোটা গোত্রের একজন ওয়ার লিডার যে আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল ইন্ডীয়ানদের ভুমি এবং জীবন যাত্রাকে স্বাধীন রাখার জন্য। নেটিভ ইন্ডীয়ান ওয়ারিয়রদের ভেতরে যে কয়জন সম্মানিত আছে তার মধ্যে ক্রেজি হর্স একজন। এই ভার্স্কযটি শেষ হতে এখনও বেশ বাকী। যখন শেষ হবে তখন দেখা যাবে ক্রেজি হর্স তার ঘোড়ার পিঠে চেপে দুরের দিগন্তের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করছে। চারদিকের দিগন্ত ব্যাপি পাহাড়ী এলাকার মাঝখানে এটি একটি মন মুগ্ধকর দৃশ্য।

র‍্যাপিড সিটিঃ

ক্রেজি হর্স মেমোরিয়াল থেকে যখন রওনা দিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। র‍্যাপিড সিটি সেখান থেকে আধা ঘন্টার পথ। দু' দিকের চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি সেদিকে গাড়ি ছুটিয়ে দেই। আমার লিস্টে এখানকার আরেকটি আকর্ষন রয়েছে। সেখানে পরদিন যাবার ইচ্ছা। সেটা আমার পরবর্তি গন্তব্যে যাবার পথেই পড়বে। সুতরাং সময় নষ্ট হবে না।

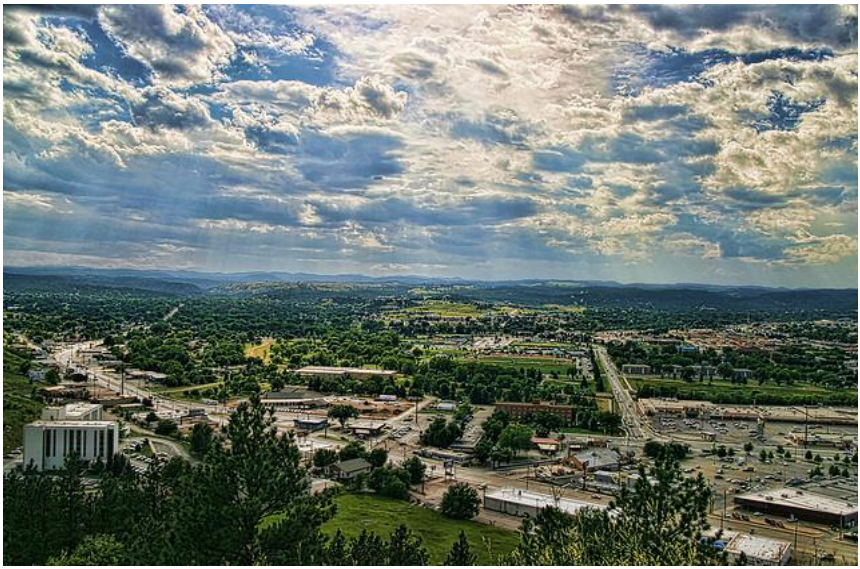

র‍্যাপিড সিটি চমৎকার একটি শহর। বেশ শান্ত, ছিম ছাম একটা ভাব আছে। আমি যে মোটেলে কামরা ভাড়া করেছি সেটাতে ছোটখাট একটা ইন্ডোর পুল আছে নয়টা পর্যন্ত খোলা। সেখানে ঘন্টা খানেক বেশ আরাম করে গোছল করলাম। সম্পূর্ণ একা। খেয়ে দেয়ে অল্প কিছুক্ষন টেলিভিশন দেখে তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে গেলাম। পরদিন আবার সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব।

(চলবে)